**হজ্জ কার্যক্রম ২০১৩ (১৪৩৪ হিজরী) -এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

শুক্রবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩, আশকোনা, উত্তরা, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সম্মানিত হাজী সাহেবানগণ,

সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

পবিত্র হজ্জ কার্যক্রম ২০১৩ (১৪৩৪ হিজরী) এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সম্মানিত হাজী সাহেবানরা সুষ্ঠু ও নিরাপদে হজ্জব্রত পালন শেষে সুস্থ ও নিরাপদে দেশে ফিরে আসবেন - মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে এ প্রার্থনা করছি।

সম্মানিত হাজী সাহেবানগণ,

আমাদের মনে আছে, গত সরকারগুলোর আমলে হজ্জব্রত পালনে হাজী সাহেবানদের বিভিন্ন ধরণের ভোগান্তির শিকার হতে হত। হজ্জযাত্রীদের নিয়ে প্রতি বছরই চরম অব্যবস্থাপনা দেখা যেত। দালাল-প্রতারকদের খপ্পরে পড়ে হাজী সাহেবদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের কথা প্রায়ই খবরের শিরোনাম হয়েছে।

২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই হজ্জ ব্যবস্থাপনার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা কার্যক্রম শুরু করি। হজ্জযাত্রী পরিবহন, মক্কা-মদিনায় আবাসন ব্যবস্থা, চিকিৎসা সেবাসহ সকলক্ষেত্রে অতীতের যাবতীয় অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করি।

সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা জাতীয় হজ্জনীতি ২০১০-২০১৪ প্রণয়ন করি। ফলে হাজী সাহেবানদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ হজ্জব্রত পালন যেমন সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির আওতায় এসেছে, তেমনি প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ  পেয়েছে।

বিগত তিন বছরে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় যে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা সৌদি আরবের হজ্জ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। ২০০৯, ২০১০, ২০১১ ও ২০১২ সালের উন্নত হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সৌদি হজ্জ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে চিঠি দিয়েছে।

হজ্জ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা বেশ কিছু প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করি। ২০০৯ সালে হজ্জ উইং-এর অফিস জেদ্দা হতে মক্কায় বাংলাদেশ হজ্জ মিশনে স্থানান্তর করা হয়। কারণ হজ্জ ব্যবস্থাপনার মূল কাজটি সম্পাদিত হয় মক্কায়। হজ্জ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অফিস মক্কায় অবস্থিত। আমাদের এ সিদ্ধান্তের ফলে গত চার বছরে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় হাজীদের সেবা প্রদান অনেক সহজ ও উন্নত হয়েছে।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দ,

আমরা হজ্জ ব্যবস্থাপনায় তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করে হজ্জ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন করেছি। এজন্য হজ্জ বিষয়ক ওয়েবসাইট প্রস্ত্তত করা হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে হাজী সাহেবগণ সহজেই তাঁদের যাবতীয় সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।

বাংলাদেশের প্রায় সকল হাজী জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে অবতরণ করে থাকেন। সেখানে বিভিন্ন প্রয়োজনে তাঁদেরকে অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়। হজ্জযাত্রীদের সুবিধার্থে আমরা ২০১০ সালে ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রথমবারের মত জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে প্লাজা ভাড়া করেছি।

উপস্থিত সূধী,

বিমানবন্দর সংলগ্ন আশকোনা হজ্জ ক্যাম্পে হাজীদের সুবিধার্থে আমি ২০০৯ সালের হজ্জ কার্যক্রম উদ্বোধনকালে ডরমিটরিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক লিফট স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করি। সে অনুসারে ২০১০ সালে হজ্জ ক্যাম্পের ডরমিটরিতে প্রায় পৌনে দুই কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি লিফট স্থাপন করা হয়েছে।

একই বছর হজ্জ ক্যাম্পে হজ্জযাত্রীদের বিমান/কাস্টমস্/ইমিগ্রেশন এলাকায় সেন্ট্রাল এসি স্থাপন করা হয়েছে।

হজ্জযাত্রীদের জন্য উন্নতমানের আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মক্কা ও মদিনায় তাঁদের জন্য ভাড়া করা বাড়িগুলোর বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হয়।

বাড়ী ভাড়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে। দূরবর্তী, পুরাতন ও পাহাড়ের উপর বাড়ি ভাড়া করার পরিবর্তে নিকটবর্তী নতুন ও সমতল ভূমিতে বাড়ি ভাড়া করা হচ্ছে।

হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সেবার মান বৃদ্ধি ও শৃংখলা ফিরে আসার ফলে হজ্জযাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিএনপি-জামাত চারদলীয় জোট সরকারের শেষ বছর - ২০০৬ সালে হজ্জযাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪৭ হাজার ৯৮৩ জন। গত বছর ১ লাখ ৯ হাজার ৯৫২ জন এবং তার আগের বছর ১ লাখ ৫ হাজার ৬১৭ জন হজ্জব্রত পালন করেছেন।

এ বছর হজ্জযাত্রী সংখ্যা ৮৯ হাজার ১৭৫ জন। এ সংখ্যা কিছুটা হ্রাসের কারণ হচ্ছে যাঁরা বিগত ৫ বছরে হজ্জ পালন করেছেন তাঁরা এ বছর হজ্জে যেতে পারবেন না। এছাড়াও সৌদি সরকার প্রাপ্য কোটা থেকে ২০ ভাগ হজ্জযাত্রী কমিয়ে দিয়েছেন। এ নিয়ম সারাবিশ্বের জন্যই প্রযোজ্য। এ কারণেই এ বছর হজ্জযাত্রীর সংখ্যা কিছুটা কমেছে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

আওয়ামী লীগ সবসময় ইসলামের খেদমতে নিবেদিত। আমার সরকার ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সরকারি পর্যায়ে আমরাই সর্বপ্রথম আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে আরবি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পবিত্র কুরআনের প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করেছি।

এর মাধ্যমে বাংলাদেশে এবং বিদেশে বসবাসরত বাংলা ভাষাভাষি জনগোষ্ঠী কুরআন সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। সহজেই কুরআনের সরল ও সঠিক তরজমা শুনতে, পড়তে ও বুঝতে পারছেন।

বিদেশে অবস্থানরত বাংলা ভাষাভাষি জনগোষ্ঠী যাঁরা ইংরেজি ভাষায় লেখাপড়া করেছেন তাঁদের জন্যও অতি সহজে কুরআন শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে আল-কুরআন: ডিজিটাল ওয়েবসাইট এবং এর ডিভিডি।

আমরা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছি। মানবসম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ইমামগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

এছাড়াও কুরআন শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আমরা মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছি। এর আওতায় লাখ লাখ শিশুকে কুরআন শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেছি।

আমাদের সরকার গঠনের সাথে সাথেই আমরা ৬৪৩ কোটি ৫৫ লাখ টাকা ব্যয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প পুনরায় চালু করি।

সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

একটা গোষ্ঠি পবিত্র ধর্ম ইসলামের নামে দেশে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ইসলাম শান্তির ধর্ম। এখানে মানুষ হত্যা, খুন, বোমাবাজি ইত্যাদির স্থান নেই। কিন্তু এই গোষ্ঠি ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেশে জঙ্গিবাদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। আমরা তাদের কঠোর হস্তে দমন করেছি। এদের ব্যাপারে আপনাদের সকলকে সজাগ থাকতে হবে।

আজ সরাবিশ্বে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আমাদের এই ঐতিহ্য বজায় রাখতে হবে।

আপনারা জানেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সত্যিকার অর্থে মনেপ্রাণে একজন খাঁটি মুসলমান। তিনি তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম ১৯৭৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনিই প্রথম রমনা রেসকোর্সে ঘোড়দৌড় ও জুয়া বন্ধ করেন। আইন করে মদ নিষিদ্ধ করেন। টঙ্গিতে বিশ্ব ইজতেমার জন্য জায়গা বরাদ্দ, কাকরাইলে তবলীগ জামাতের মসজিদের জন্য ভূমি প্রদান, বেতার ও টেলিভিশনে অনুষ্ঠানের শুরু ও সমাপ্তিতে কুরআন তিলাওয়াতের প্রচলন করেছিলেন। মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও এ দেশের ভাবমর্যাদা তুলে ধরতে তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

সম্মানিত হাজী সাহেবানগণ,

হজ্জ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। গত তিন বছরে হজ্জ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। হজ্জ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এ সফলতা মহাজোট সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের পথে এক বিশাল অর্জন। হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সফলতার এ ধারা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি।

হাজী সাহেবানগণ হজ্জ পালনকালে বাংলাদেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য দো'য়া করবেন এ প্রত্যাশা করে আমি হজ্জ ২০১৩-এর কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।